ধেয়ে আসছে ফিতনা : ১

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখনিঃসৃত হাদিসে বর্ণিত

ধেয়ে আসছে ফিতনা

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

ধেয়ে আসছে ফিতনা : ২

ধেয়ে আসছে ফিতনা : ৩

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখনিঃসৃত হাদিসে বর্ণিত

ধেয়ে আসছে ফিতনা

মূল

ইমাম আবু আমর উসমান আদ-দানি রহ.

(মৃত্যু ৪৪৪ হিজরি)

অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

মুফতি মাহ্‌দী খান

দাওরায়ে হাদিস, ইসলামি আইন ও ফিকহ্‌,

জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।

তাখরিজ ও সম্পাদনা

মুফতি তারেকুজ্জামান

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

ধেয়ে আসছে ফিতনা
ইমাম আবু আমর উসমান আদ-দানি রহ.
অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : মুফতি মাহ্‌দী খান
তাখরিজ ও সম্পাদনা : মুফতি তারেকুজ্জামান

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং- **৩৯**, বাংলাবাজার, ঢাকা-**১১০০**
মোবাইল : ০**১৯৭৩১৭৫৭১৭**
www.facebook/pothikprokashon
Email: pothikshop@gmail.com

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
wafilife.com
niyamahshop.com
pothikshop.com
al furqanshop.com
Islamicboighor.com

মুদ্রিত মূল্য : ৭২০/-

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি ১১
সম্পাদকের কথা..... ১৫
অনুবাদকের কথা ২১
ফিতনার বিবরণ ও আলোচনা ২৫
সর্বগ্রাসী ব্যাপক ফিতনা ৩৩
দলে দলে বিভক্তি ও পারস্পরিক বিবাদ..... ৩৫
ফিতনা, ধ্বংসযজ্ঞ, ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও দ্বীনের বিপর্যয়..... ৩৬
ফিতনার আধিক্য ও তার মন্দ পরিণতি..... ৪১
ফিতনার সময় করণীয়..... ৫১
ফিতনার উদয়স্থল ৫৪
ফিতনার সময় আমলের প্রতি মনোনিবেশ ৫৭
আরবের ধ্বংস..... ৫৯
তলোয়ার কোষমুক্ত হওয়ার ভয়াবহতা..... ৬১
হত্যাকাণ্ডের সূচনা..... ৬৩
ফিতনার আধিক্য ও তার অশুভ পরিণতি..... ৬৫
ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ৭৪
ফিতনার সময় জ্ঞানীদের জ্ঞান-বুদ্ধির বিলুপ্তি..... ৭৬
আল্লাহর আজাবের ব্যাপকতা..... ৭৭
মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ও পরস্পরে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি..... ৭৮
ইমান আনয়নের পর কাফির হওয়ার ব্যাপারে সতর্ককরণ..... ৮৪
মুসলমানকে গালি দেওয়া বা হত্যা করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা..... ৮৬

মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই ৮৭
ফিতনা সামনে এসে পড়লে করণীয় ৮৯
নিজের সম্পদ ও পরিবার রক্ষার্থে লড়াইয়ের ফজিলত ৯০
ফিতনার সময়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখা ৯২
ফিতনা চলাকালীন ঘরে অবস্থান ৯৪
ফিতনার সময়ে দ্বীন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে থাকা ৯৯
মুমিন নেতৃবর্গের বিরুদ্ধাচরণ, সম্পর্কচ্ছেদ, ও দোষারোপ করার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি ১০১
ফিতনার সময়ে অস্ত্র ও যুদ্ধের বাহন বিক্রি ১১৪
ফিতনার সময় ফিতনাবাজদের নিকট ক্রয়বিক্রয় ১১৫
ফিতনা থেকে পলায়ন ১১৬
ফিতনার সময়ে আমলের ফজিলত ১২০
ফিতনার সময়ে কথা বলার খারাবি ১২১
সংবাদ জিজ্ঞেস করা, তবে কাউকে না বলা ১২৩
ফিতনার সময়ে কবরবাসীদের ওপর ঈর্ষা ও মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা ১২৪
ফিতনার সময় নিয়ত ও সম্পদ উপার্জন ১২৭
কুরাইশের কিছু যুবকের হাতে উম্মাহর ধ্বংস ১২৯
নেতৃত্ব কুরাইশদের অধিকার ১৩১
নেতা না থাকলে করণীয় ১৩৭
কালের দুর্বিপাক ও মানুষের অবস্থার পরিবর্তন ১৪০
পূর্ববর্তী মুশরিক ও পথভ্রষ্টদের নীতিরীতির অনুসরণ ১৪৮
শেষ জমানার ভয়াবহতা ও দ্বীন মানার ক্ষেত্রে সহজলভ্যতা ১৫১
সময়ের নিকটবর্তিতা ও দ্রুত অতিবাহিত হওয়া ১৫৯
সম্পদের ব্যাপক বিস্তৃতি ১৬১
নির্বোধ মানুষের আধিক্য ১৬৫
উম্মতের উৎকৃষ্ট লোকদের বিদায় ও নিকৃষ্ট লোকদের বাকি থাকা ১৬৮
ইলম ও আলিমদের বিলুপ্তি ১৭০
কুরআন উঠিয়ে নেওয়া ১৭৪

আমানত ও সালাতের বিলুপ্তি ১৭৬
বিনয়ের বিলুপ্তি ১৭৭
হৃদ্যতার বিলুপ্তি ১৭৮
বিদআত ও গোমরাহির প্রকাশ এবং সুন্নাহর বিদায় ১৮০
অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের সূচনা ও তার বিদায় ১৮৮
ফিতনার সময়ে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধার বিচ্যুতি ১৯১
শাসকের কারণে জমানার কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ধারণ ১৯৬
মন্দের মাত্রা বৃদ্ধি ১৯৭
আলিমদের হত্যা ১৯৮
বিভিন্ন যুগ ও যুগের লোকদের বিপর্যয় ১৯৯
ব্যাপকভাবে গুনাহের কারণে আজাব-মুসিবত অবতরণ ২০৯
ভূমিধস, পাথর বর্ষণ, চেহারা বিকৃতি ও ভূমিকম্প ২২৪
প্লেগ মহামারি ২৩০
প্লেগ থেকে পলায়ন ২৩৩
হক দলের অস্তিত্ব ২৩৪
কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ ও তার নিকটবর্তিতা ২৪২
কিয়ামতের আকস্মিক আগমন ২৪৬
ইলমের বিদায় ও মূর্খতার প্রসার ২৪৯
সময় নিকটবর্তী হওয়া ২৫০
আকাশচুম্বী স্থাপনা নির্মাণ ২৫১
আকস্মিক মৃত্যু ঘটা ২৫২
চাঁদ বড় দেখা যাওয়া ২৫৩
মন্দের উত্থান, পুণ্যবাদের পতন ২৫৫
নিকৃষ্টদের ওপর কিয়ামতের আগমন ২৫৯
নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও পুরুষদের সংখ্যা হ্রাস ২৬০
মসজিদগুলো সুসজ্জিত ও কারুকার্যমণ্ডিত হওয়া ২৬২
ইসলামের বিদায় ও মূর্তিপূজার সূচনা ২৬৪
কিয়ামতের নিদর্শন, প্রমাণাদি ও আলামত ২৭০

ভূ-কম্পন ২৮০
মিথ্যাবাদী ও নবুওয়াতের দাবিদার ২৮১
ভিন্নধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাতে বিজয় লাভ ২৮৩
শহর-বন্দরের ধ্বংস ২৮৬
মদিনার ধ্বংস ২৯০
মক্কার ধ্বংস ২৯২
ইয়ামানের ধ্বংস ২৯৩
কুফার ধ্বংস ২৯৪
বসরার ধ্বংস ২৯৫
শামের ধ্বংস ২৯৭
মিশরের ধ্বংস ২৯৮
আফ্রিকার ধ্বংস ২৯৯
আন্দালুসের ধ্বংস ৩০০
পাশ্চাত্যের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ৩০২
মহাযুদ্ধ ৩০৩
নানা গোত্রের ডাক-চিৎকার ৩০৮
বিভিন্ন শহরের সেনাবাহিনীর অবস্থা ৩০৯
ফিতনাকাল ও মহাযুদ্ধে মুসলমানদের আশ্রয়কেন্দ্র ৩১০
ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গদের উম্মতের নেতৃত্বভার প্রাপ্তি ৩১১
রমজানের আওয়াজ, ধস, শোরগোল, যুদ্ধবিগ্রহ ও মহাযুদ্ধ ৩১৭
নানা নিদর্শন, মহাপ্রলয় ও তার স্থায়িত্বকাল ৩১৯
কিয়ামতের প্রথম নিদর্শন আগুন ৩২৫
দুখান বা ধোঁয়া ৩২৭
কাহতান গোত্রের আলোচনা ৩৩০
সুফিয়ানি ও পশ্চিমাগণ ৩৩১
মাহদির আবির্ভাব ৩৩২
উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.এর মাহদি হওয়ার আলোচনা ৩৪৭
ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর মাহদি হওয়ার আলোচনা ..৩৪৮

ধসে যাওয়া বাহিনী ও কালবের দিনের আলোচনা ৩৫০
জাওরা অঞ্চলের ঘটনা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট মহাযুদ্ধ, নানা নিদর্শন ও মহাপ্রলয় ৩৫২
রোমীয়দের আবির্ভাব ৩৬৯
কুফরের রাজধানী কুসতুনতুনিয়া ও রোম বিজয়.....৩৭৫
দাজ্জালের আবির্ভাব.....৩৮৪
ইবনে সাইয়াদের আলোচনা ৪০৬
ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব ৪১৪
ইসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর অবতরণ.....৪২৫
দাব্বাতুল আরজের আত্মপ্রকাশ ৪৩১
পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়.....৪৩৫
শিঙায় ফুঁক.....৪৪১

ধেয়ে আসছে ফিতনা : ১০

লেখক পরিচিতি

ইমাম, হাফিজুল হাদিস, কারি আবু আমর উসমান বিন সাইদ বিন উসমান বিন সাইদ বিন উমর আল-উমাবি রহ.। সংক্ষেপে তাঁকে ইমাম দানি বলে অভিহিত করা হয়। তিনি ইবনুস সাইরাফি নামেও পরিচিত।

জন্ম

৩৭১ হিজরিতে স্পেনের বিখ্যাত শহর কর্ডোভাতে এ মহান ইমাম জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি কর্ডোভা এবং পরে দানির অধিবাসী হন।

শৈশব ও শিক্ষাদীক্ষা

তিনি ৩৮৬ হিজরিতে ইলম অর্জন শুরু করেন। অতঃপর ৩৯৭ হিজরিতে প্রাচ্যের উদ্দেশে সফর করেন। কায়রাওয়ান শহরে ১৪ মাস অবস্থান করে শাওয়াল মাসে তিনি মিশরে চলে আসেন। এখানে এক বছর অবস্থান করে মক্কায় চলে যান এবং হজব্রত পালন করেন।

৩৯৯ হিজরিতে তিনি আন্দালুসে ফিরে আসেন, অতঃপর ৪০৩ হিজরিতে উপকূলীয় অঞ্চলে চলে যান। সারকুসতা শহরে সাত বছর অবস্থান করে ফের কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর তিনি ৪১৭ হিজরিতে দানি শহরে চলে আসেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এখানেই বসবাস করেন।

শাইখ ও আসাতিজা

তিনি কিরাআত ও হাদিসের ইমাম ছিলেন। উভয় শাস্ত্রেই তাঁর রয়েছে অসংখ্য উসতাদ। তাঁর হাদিসের উসতাদদের মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইমাম আবু মুসলিম বিন আহমাদ রহ., ইমাম আহমাদ বিন ফারাস মক্কি রহ., ইমাম আব্দুর রহমান বিন উসমান কুশাইরি রহ., ইমাম আব্দুল আজিজ বিন জাফর বিন খাওয়াসতি রহ., ইমাম খালাফ বিন ইবরাহিম বিন খাকান মিশরি রহ., ইমাম খাতাম বিন আব্দুল্লাহ বাজ্জার রহ., ইমাম আহমদ বিন ফাতহ বিন রাসসান রহ., ইমাম মুহাম্মদ বিন খলিফা বিন আব্দুল জাব্বার রহ., ইমাম সালামা বিন সাইদ রহ., ইমাম সালামুন বিন দাউদ কারাবি রহ., ইমাম আবু মুহাম্মদ বিন নুহাস মিশরি রহ., ইমাম আলি বিন মুহাম্মাদ বিন বাশির রাবায়ি রহ., ইমাম আব্দুল অহহাব বিন আহমদ বিন মুনির রহ., ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন ইসা আন্দালুসি রহ., ইমাম আবু আব্দিল্লাহ বিন

আবি জামানাইন রহ., ইমাম আবুল হাসান আলি বিন মুহাম্মাদ কাবিসি রহ. প্রমুখ।

আর কিরাআতের উসতাদদের মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইমাম আবুল হাসান তাহির বিন গালবুন রহ., ইমাম আবুল ফাতহ ফারিস বিন আহমাদ জারির রহ., ইমাম আব্দুল আজিজ বিন জাফর বিন খাওয়াসতি রহ., ইমাম খালাফ বিন ইবরাহিম বিন খাকান মিশরি রহ., ইমাম আবু মুসলিম মুহাম্মাদ বিন আহমাদ রহ., ইমাম আবুল ফারাজ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ নাজ্জাদ রহ., ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ উবাইদুল্লাহ বিন সালামা বিন হাজাম রহ., ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবু আব্দির রহমান মুসাহিফি রহ. প্রমুখ।

ছাত্র ও শিষ্যগণ

হাদিস ও কিরাআত শাস্ত্রে তাঁর অসংখ্য ছাত্র রয়েছে। তন্মধ্য হতে উল্লেখযো্য হলেন, তাঁর পুত্র ইমাম আবুল আব্বাস রহ., ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আবুল কাসিম নাজাহ রহ., ইমাম আবুল হাসান আলি বিন আব্দুর রহমান বিন দুশ রহ., ইমাম আবুল হুসাইন ইয়াহইয়া বিন আবু জাইদ বিন বাইয়াজ রহ., ইমাম আবুজ জাওয়াদ মুফাররিজ ইকবালি রহ., ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ বিন মুফাররিজ বাতালইয়াওসি রহ., ইমাম আবু বকর বিন ফাসিহ রহ., ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মুজাহিম রহ., ইমাম আবু আলি হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন মুবাশশির রহ., ইমাম আবুল কাসিম খালফ বিন ইবরাহিম তুলাইতুলি রহ., ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ফারাজ মুগামি রহ., ইমাম আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন আলি রহ., ইমাম আবু তামাম গালিব বিন উবাইদুল্লাহ কাইসি রহ., ইমাম মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন সুউদ দানি রহ., ইমাম খালফ বিন মুহাম্মাদ আনমারি বিন উরাইবি রহ. প্রমুখ।

আলিমদের প্রশংসা ও মূল্যায়ণ

- ইমাম মাগামি রহ. বলেন, ইমাম আবু আমর দানি রহ. ছিলেন একজন মুজাবুদ দাওয়াত (যার দুআ কবুল করা হয় এমন ব্যক্তি)। আর মাজহাবের দিক থেকে তিনি ছিলেন মালিকি মাজহাবের অনুসারী।
- ইমাম হুমাইদি রহ. বলেন, তিনি অধিক পরিমাণে হাদিস বর্ণনাকারী ও অগ্রগণ্য একজন কারি ছিলেন।

- ইমাম আবুল কাসিম বিন বাশকাওয়াল রহ. বলেন, ইমাম আবু আমর দানি রহ. ইলমুল কুরআন, রিওয়ায়াতুল কুরআন, তাফসির, তাজবিদ ও ইরাবের ব্যাপারে ইমাম ও বড় পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এ সবগুলো বিষয়ে তিনি চমৎকার সব পুস্তিকা রচনা করেছেন। এছাড়াও হাদিসের মতন, সনদ ও আসমাউর রিজালের ক্ষেত্রেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল ঈর্ষণীয় পর্যায়ের। তিনি ছিলেন প্রখর ধী-শক্তিসম্পন্ন ও ইলম সংরক্ষণকারী। বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দ্বীনদার, আল্লাহভীরু ও সুন্নাহর অনুসারী।
- ইমাম ইবনে উবায়দুল্লাহ হাজারি রহ. বলেন, ইমাম আবু আমর দানি রহ. ছিলেন একজন হাফিজুল হাদিস। তাঁর সম্পর্কে কিছু আলিমের মন্তব্য এমন যে, তাঁর সময়কালে এবং পরবর্তীকালেও তাঁর অনুরূপ বিশেষজ্ঞ ও স্মরণশক্তির অধিকারী কাউকে দেখা যায়নি। তিনি নিজের ব্যাপারে বলেন, আমি (ইলম বিষয়ক) যা-ই দেখতাম, তা লিপিবদ্ধ করে নিতাম। আর যা-ই লিখতাম, তা মুখস্ত করে নিতাম। আর কখনো এমন হয়নি যে, আমি যা মুখস্ত করেছি, পরে তা ভুলে গেছি। তাঁকে সালাফদের কথা ও আসার সম্পর্কিত কিছু জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এসংক্রান্ত যত বর্ণনা আছে, সব বর্ণনা পুরো সনদ সহকারে বলে দিতেন। (ইমাম ইবনে উবাইদুল্লাহ হাজারি রহ. বলেন,) আমি বলব, ইমাম আবু আমর দানি রহ. ইলমুল হাদিস, তাফসির ও নাহুসহ অন্যান্য ইলমে ঈর্ষণীয় পাণ্ডিত্য অর্জনের পাশাপাশি ইলমুল কিরাআত ও ইলমুল মাসাহিফের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছেছেন।

গ্রন্থ ও রচনাবলি

বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর রয়েছে অসংখ্য গ্রন্থ ও রচনাবলি। তন্মধ্য হতে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো, (কিরাতে সাবআ বিষয়ে তিন খণ্ডের গ্রন্থ) জামিউল বায়ান ফিস সাবয়ি, আত-তাইসির, আল-ইকতিসাদ, ইজাজুল বায়ান, আত-তালখিস, আলমুকান্না' ফির-রাসমি, আল-মুহতাবি ফিল কিরাআতিশ শাওয়াজ, তাবাকাতুল কুররা, আল-উরজুজা ফি উসুলিদ দিয়ানা, আল-ওয়াকফু ওয়াল-ইবতিদা, আল-আদাদ, আত-তামহিদ ফি হারফিন নাফি', আল-লামাত ওয়ার-রাআত, আল-ফিতানুল কায়িনা, আল-হামজাতাইন, আল-ইয়াআত, আল-ইমালা, আল-মুহকাম ফিন-নুকাত, আল-মুফরাদাত,

শারহু কাসিদাতিল খাকানি ফিত-তাজবিদ, আত-তাহদিদ ফিল-ইতকান, আত-তাজবিদ ইত্যাদি। এছাড়াও তাঁর ছোট-বড় আরও অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর মোট রচনা-সংখ্যা একশ বিশ।

মৃত্যু

ইমাম আবু আমর উসমান আদ-দানি রহ. ৪৪৪ হিজরির ১৫-ই শাওয়াল মৃত্যুবরণ করেন। সেদিনই আসরের পরে তাঁকে দানির কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর জানাজায় দেশের বাদশাহ থেকে শুরু করে অসংখ্য লোক শরিক হয়। রাহিমাহুল্লাহু ওয়া জাআলাল জান্নাতা মাসওয়াহু। আমিন।

সম্পাদকের কথা

সময় বড় সঙ্গীন। পরিবেশ অত্যন্ত নাজুক। চারিদিকে আজ কেবল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার ছড়াছড়ি। কোথাও নেই একটু শান্তির সুবাতাস। সর্বত্রই আজ জুলুম-অত্যাচারের সয়লাব। ন্যায়-ইনসাফ ও মানবতা আজ ডুকরে কাঁদছে। বিশ্বমানবতার ভাগ্যাকাশে নেমে আসছে তিমির রাত্রি। মানুষ আজ বড্ড পেরেশান। কোথায় পাবে সে একটু পরিত্রাণ? নগ্নতা, অশ্লীলতা ও চারিত্রিক অবক্ষয় এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সমাজের সবচেয়ে ভালো মানুষটিও আজ নিজের ব্যাপারে সন্দিহান যে, কখন কোন গর্তে সে পা পিছলে পড়ে! উদাসীনরা তো আগে থেকেই উদাসীন, বর্তমানে তো সচেতনদেরও টিকে থাকা দায় হয়ে পড়েছে। আল্লাহর বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ না থাকলে নিজের চরিত্র রক্ষা ও হকের ওপর অবিচলতা এখন অসম্ভবপ্রায়।

সময়টা যে এখন বড় ফিতনার, এতে আজ কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ছোট থেকে বড়, কৃষক থেকে মজুর, সাধারণ থেকে আলিম—সবাই এখন নির্দ্বিধায়ই স্বীকার করে যে, সময়টা এখন ভয়ংকর ফিতনা-ফাসাদের। ব্যাপকভাবে এ স্বীকৃতি ও সবার মাঝে এ অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ ব্যাপারে খুব কম মানুষই সতর্কতা অবলম্বন করতে চায়। ফিতনা থেকে কীভাবে বেঁচে থাকা যায়, জীবনকে কীভাবে চারিত্রিক অবক্ষয় ও সকল ফাসাদ থেকে মুক্ত রাখা যায়, সে ব্যাপারে মানুষ আজ বড় উদাসীন! আমাদের সমাজে সালাত ও সিয়ামের ব্যাপারে কিছুটা সচেতনতা থাকলেও ফিতনার ব্যাপারে মানুষের সচেতনতা একেবারেই বিরল। ব্যাপারটি যেমনই আশ্চর্যের, তেমনই আশঙ্কারও বটে।

ফিতনার ব্যাপারে মানুষের এ উদাসীনতা লক্ষ করেই যুগে যুগে মুহাদ্দিসিনে কিরাম সংকলন করেছেন এসংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ। বড় বড় ও প্রসিদ্ধ হাদিসের গ্রন্থাবলিতে ফিতনা বিষয়ক অসংখ্য হাদিসের সমাহার থাকলেও উলামায়ে কিরাম এগুলোর পাশাপাশি এসংক্রান্ত সব হাদিস আলাদাভাবেও সংকলন করার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। তন্মধ্য হতে ইমাম নুআইম বিন হাম্মাদ রহ. (মৃ. ২২৮ হি.) এর 'কিতাবুল ফিতান', ইমাম আবু আলি হাম্বল বিন ইসহাক শাইবানি রহ. (মৃ. ২৭৩ হি.) এর 'আল-ফিতান', ইমাম আবু আমর উসমান বিন সাইদ আদ-দানি রহ. (মৃ. ৪৪৪ হি.) এর 'আস-সুনানুল ওয়ারিদা ফিল ফিতান', ইমাম ইবনে কাসির রহ. (মৃ. ৭৭৪ হি.) এর 'আন-

নিহায়া ফিল-ফিতান ওয়াল-মালাহিম', ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল অহাব নজদি রহ. (মু. ১২০৬ হি.) এর 'আহাদিসু ফিল-ফিতান ওয়াল-হাওয়াদিস' ও শাইখ হামুদ বিন আব্দুল্লাহ তুআইজিরি রহ. (মৃ. ১৪১৩ হি.) এর 'ইতহাফুল জামাআহ বিমা জাআ ফিল-ফিতানি ওয়াল মালাহিমি ওয়া আশরাতিস সাআহ' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি ইমাম আবু আমর উসমান বিন সাইদ আদ দানি রহ. (মৃ. ৪৪৪ হি.) এর সংকলিত 'আস-সুনানুল ওয়ারিদা ফিল ফিতান' এর সরল অনুবাদ। হাদিসের সংখ্যাধিক্য, অধ্যায়ের বৈচিত্র্য, বিন্যাসের সৌন্দর্য ইত্যাদি বিবেচনায় গ্রন্থটি অত্যন্ত চমৎকার ও সর্বশ্রেণির পাঠকের জন্যই উপকারী। তবে এর বেশিরভাগ বর্ণনাই -যেমনটি ফিতনাসংক্রান্ত অধিকাংশ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য- দুর্বল, পরিত্যাজ্য ও মাওজু। যদিও অন্যান্য গ্রন্থের বিবেচনায় এতে সহিহ ও হাসান হাদিসের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। মোটকথা, এ গ্রন্থটিতে সহিহ, হাসান, দুর্বল, পরিত্যাজ্য ও জাল হাদিসসহ সব ধরনের হাদিসেরই বিপুল সমাহার ঘটেছে।

এসব মুহাদ্দিসের উদ্দেশ্য যেহেতু এ বিষয়ক সকল বর্ণনা কেবল একসাথে সংকলন করা, তাই তাঁরা এক্ষেত্রে হাদিসের মানের দিকটি খেয়াল করেননি। যেখানে যেটা পেয়েছেন, সব তাঁরা এক জায়গায় জমা করে দিয়েছেন। একজন মুহাদ্দিস বা হাদিসের ছাত্রের জন্য বিষয়টি সমস্যার না হলেও সাধারণ লোকদের জন্য এটা বেশ মুশকিলের। কেননা, তারা হাদিসের মান নির্ণয় করতে না পারায় এবং স্তরভেদে হাদিসের হুকুম না বুঝায় সব ধরনের হাদিসকে একসাথে গুলিয়ে ফেলে। অজ্ঞতাবশত সহিহ ও মাওজুকে একই মানের হাদিস ভেবে বসে। পরিত্যাজ্য হাদিসের বাস্তবায়নকেও নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। এজন্যই এসব হাদিসের মান উল্লেখ ব্যতিরেকে শুধু অনুবাদ প্রকাশ অনেক সময় বিভ্রান্তির উদ্রেক করে থাকে।

অনূদিত এ গ্রন্থটির টীকায় আমরা হাদিসগুলোর তাখরিজের পাশাপাশি বেশিরভাগ হাদিসের মানও উল্লেখ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে আমরা শাইখ আবু উমর নিজাল ইসা আবুশি হাফি.-এর সম্পাদনায় 'বাইতুল আফকারিদ্দাওলিয়্যা' থেকে প্রকাশিত 'আস-সুনানুল ওয়ারিদা'-এর নতুন সংস্করণের ওপর নির্ভর করেছি। এতে শাইখ শুআইব আরনাউত রহ. ও শাইখ আলবানি রহ.এর তাহকিককে সামনে রেখে বিভিন্ন হাদিসের মান নির্ণয় করা হয়েছে। তবে আমরা হাদিসের মানের ব্যাপারে ব্যাপকভাবে তাঁদের হুকুম গ্রহণ করিনি। কোথাও হাাদিসের ভিন্ন কোনো সনদ পেলে বা

কোনো রাবির ব্যাপারে ভিন্নমত প্রমাণিত হলে কিংবা অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য ইমামের রায়ের বিপরীত কিছু হলে সেক্ষেত্রে আমরা ভালোভাবে যাচাই করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করেছি। তাখরিজের ক্ষেত্রেও আমরা মূল মাসাদির দেখে এতে নতুন সংযোজন, ভুল সংশোধন ও বিভিন্ন পরিবর্তন এনেছি।

কোনো হাদিসের তাখরিজে সহিহ বুখারি বা সহিহ মুসলিমের নাম থাকলে সেটা সুনিশ্চিত 'সহিহ' বা 'হাসান' হওয়ায় সেখানে আমরা নতুন করে আর হাদিসের মান উল্লেখ করিনি। এ দুটি ভিন্ন অন্য কোনো গ্রন্থের হাদিস হলে সেক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে হাদিসের মান উল্লেখ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তবে তাখরিজের ক্ষেত্রে কিছু কিছু হাদিস অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও অন্য কোনো হাদিস-গ্রন্থে না পাওয়ায় এবং নানা কারণে এর কিছু সনদ পরিপূর্ণভাবে যাচাই করার সুযোগ না থাকায় গ্রন্থটিতে থাকা সবগুলো হাদিসের মান আমরা নির্ধারণ করতে পারিনি। যার কারণে এর কিছু কিছু হাদিস মান বর্ণনা ছাড়াই রয়ে গেছে; যদিও অধিকাংশ হাদিসের মান স্পষ্টভাবেই বলে দেওয়া হয়েছে।

এখানে আমাদের একটি বিষয় জানা থাকা দরকার যে, সহিহ ও হাসান হাদিসের দুটি প্রকার আছে। এক. লি-জাতিহি, দুই. লি-গাইরিহি। 'লি-জাতিহি' বলা হয়, যেটা অন্য কোনো হাদিস বা সনদের ওপর নির্ভরশীল হওয়া ব্যতিরেকে সরাসরি সহিহ ও হাসান। আর 'লি-গাইরিহি' বলা হয়, যেটা অন্য কোনো হাদিস বা সনদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে সহিহ ও হাসান। এজন্যই অনেক সময় দেখা যায়, কোনো হাদিসের সনদ দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও হাদিসটি হাসান হয়। এটা মূলত 'হাসান লি-জাতিহি' নয়; বরং এটা 'হাসান লি-গাইরিহি'। যদিও 'লি-জাতিহি' ও 'লি-গাইরিহি' উভয় প্রকার হাদিসই প্রমাণযোগ্য, তথাপি মানের বিবেচনায় এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য আছে। 'লি-জাতিহি' অধিক শক্তিশালী, আর 'লি-গাইরিহি' তুলনামূলক কম শক্তিশালী। প্রামাণ্যতার বিচারে উভয়ের মাঝে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য না থাকায় আমরা এ গ্রন্থে 'সহিহ' ও 'হাসান' পরিভাষা দুটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ 'সহিহ' বলতে 'সহিহ লি-জাতিহি' ও 'লি-গাইরিহি' এবং 'হাসান' বলতে 'হাসান লি-জাতিহি' ও 'লি-গাইরিহি' উভয় প্রকারের যেকোনোটি হতে পারে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কোনো হাদিসের সনদ সহিহ হলেই হাদিস সহিহ হওয়াটা আবশ্যিক নয়। কখনো এমন হয় যে, হাদিসের সনদ তো

সহিহ, কিন্তু হাদিসটি সহিহ নয়। কারণ, সনদ সহিহ হওয়ার জন্য বর্ণনাকারীগণ সবাই বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও সূত্র-পরম্পরা নিরবচ্ছিন্ন হওয়াই যথেষ্ট। তবে হাদিস সহিহ হওয়ার জন্য এর পাশাপাশি আরও দুটি জিনিস থাকা জরুরি। এক. হাদিসটি অন্য কোনো অধিক বিশুদ্ধ হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া। দুই. হাদিসটিতে গোপন কোনো ত্রুটি না থাকা। উলুমুল হাদিসের সাধারণ তালিবুল ইলমরা সনদ সহিহ হওয়ার বিষয়টি নির্ণয় করতে পারলেও হাদিস সহিহ হওয়ার বিষয়টি নির্ণয় করা তাদের সবার পক্ষে সম্ভব নয়। বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসরাই কেবল এটা নির্ণয় করতে পারেন।

হাদিস-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থগুলোতে 'সহিহ' ও 'সনদ সহিহ' উভয় পরিভাষাই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে 'সনদ সহিহ' পরিভাষাটির তুলনায় 'সহিহ' পরিভাষাটি অধিক শক্তিশালী। কেননা, এতে হাদিস সহিহ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চয়তার সাথে বলা হয়। পক্ষান্তরে 'সনদ সহিহ' বলা হলে সেক্ষেত্রে সনদ সহিহ হওয়ার বিষয়ে নিশ্চয়তা পাওয়া গেলেও হাদিস সহিহ হওয়ার বিষয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। তবে বাস্তবতায় দেখা গেছে, হাদিসের সনদ সহিহ হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হাদিসটিও সহিহ হয়ে থাকে। এটা খুবই কম দেখা যায় যে, হাদিসের সনদ সহিহ; অথচ হাদিসটি সহিহ নয়। তাই কোনো হাদিসের ব্যাপারে 'সহিহ' বলা হলে সেটা তো স্পষ্টই সহিহ। আর কোনো হাদিসের ব্যাপারে যদি বলা হয় 'সনদ সহিহ', তাহলে সাধারণভাবে সে হাদিসটিকে আমরা 'সহিহ' বলে ধরে নিতে পারি; যতক্ষণ না এর বিপরীতে অশুদ্ধতার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

হাদিসের মান উল্লেখের ক্ষেত্রে আমরা এ গ্রন্থটির টীকায় মুহাদ্দিসদের বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেছি, যেমন : সহিহ, হাসান, জইফ, মারফু, মাওকুফ, মাকতু ইত্যাদি। এসব পরিভাষা অধিকাংশ লোকেরই অজানা। এগুলোর শাস্ত্রীয় আলোচনা যেহেতু কিছুটা জটিল ও দুর্বোধ্য, তাই শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা দেওয়ার পরিবর্তে এখানে আমরা মোটাদাগে কেবল এগুলোর ব্যাপারে সম্যক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

১. **সহিহ :** যে হাদিসের মান বিশুদ্ধ এবং যার সনদ ও মতনে কোনো ধরনের সমস্যা বা ত্রুটি থাকে না।
২. **হাসান :** যে হাদিসের মান মোটামুটি বিশুদ্ধ এবং যাতে সামান্য কিছু সমস্যা বা ত্রুটি থাকলেও তা হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট করার ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব ফেলে না।

৩. **জইফ** (দুর্বল) : যে হাদিসের সনদ বা সূত্র দুর্বল। সাধারণত বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া বা তার মুখস্তশক্তির দুর্বলতা কিংবা এতে সূত্রবিচ্ছিন্নতাসহ এমন নানা কারণে হাদিস দুর্বল হয়ে থাকে।

৪. **অত্যন্ত** দুর্বল : যে হাদিসের সনদ বা সূত্র অত্যাধিক দুর্বল। সাধারণত বর্ণনাকারী অত্যাধিক ভুলকারী হওয়া বা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়াসহ এ ধরনের নানা কারণে হাদিস অত্যন্ত দুর্বল হয়ে থাকে।

৫. **মাওজু** : হাদিসের নামে জাল বা মিথ্যা বর্ণনাকে মাওজু হাদিস বলা হয়। সাধারণত বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী হওয়া বা হাদিস জালকারী বলে সাব্যস্ত হওয়া কিংবা শরিয়তের স্বীকৃত কোনো মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়াসহ এমন নানা কারণে হাদিস মাওজু বা জাল হয়ে থাকে।

৬. **মারফু** : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী, কর্ম, সমর্থন বা বৈশিষ্ট্যকে মারফু হাদিস বলা হয়।

৭. **মাওকুফ** : সাহাবির কথা বা কাজকে মাওকুফ হাদিস বলা হয়।

৮. **মাকতু** : তাবিয়ির কথা বা কাজকে মাকতু হাদিস বলা হয়।

৯. **ইসরাইলিয়াত** : পূর্বের আসমানি গ্রন্থ, যথা তাওরাত, ইনজিল ইত্যাদিতে পাওয়া কোনো কথা, তথ্য বা ঘটনাকে ইসরাইলিয়াত বলা হয়।

১০. **মুরসাল** : সাহাবির নাম উল্লেখ ব্যতিরেকে সরাসরি তাবিয়ি কর্তৃক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসকে মুরসাল বলা হয়।

হাদিসের মান বুঝতে হলে আমাদের এসব পরিভাষার ব্যাখ্যা ও পরিচিতি জানা থাকা একান্ত জরুরি। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এখানে যদিও পুরোপুরি শাস্ত্রীয় আঙ্গিকে পরিভাষাগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়নি, তথাপি এগুলো বুঝার জন্য এতটুকু আলোচনাই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

বইটির সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমরা হাদিসের বিভিন্ন সনদ ও মতন সামনে রেখে অনুবাদকে যথাসম্ভব নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। হাদিসের অর্থ সহজে বুঝার স্বার্থে কখনো অনুবাদের মাঝে বন্ধনী দিয়ে অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় কথা সংযোজন করে দিয়েছি। হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও আমরা ব্যাখ্যাকারের কথাগুলোকে হাদিসের সাথে যথাসম্ভব সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করেছি।

মনে রাখতে হবে, এখানে বস্তুত হাদিসগুলোই মূল, ব্যাখ্যা তো নিজের বুঝের ভিত্তিতে অতিরিক্ত সংযোজন মাত্র। তাই ব্যাখ্যায় কোনো কমবেশি হলে তা হাদিসের প্রামাণ্যতায় কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলবে না।

বইটিকে নির্ভুল করতে আমরা চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখিনি। এতৎসত্ত্বেও আমাদের ইলমি দুর্বলতা, জাহালাত বা অসতর্কতাবশত কোনো ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কোনো সচেতন পাঠকের নজরে বইয়ের কোনো অসংগতি ধরা পড়লে তা প্রকাশক সমীপে জানানোর বিনীত অনুরোধ রইল। আল্লাহ তাআলা আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন এবং এ বইয়ের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উভয় জাহানে উত্তম বিনিময় দান করুন।

তারেকুজ্জামান
১৫/০৮/২০২০ ইং

অনুবাদকের কথা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيْكَ لَه، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُه وَرَسُوْلُه.

সমস্ত প্রশংসা, সম্মান আর মর্যাদা আল্লাহ তাআলার, যিনি এই উম্মতকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দান করেছেন। সমস্ত গুণগান সেই মহান সত্তার, যিনি আমাদেরকে এমন রাসুলের উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন, যাঁর উম্মতের মধ্যে একজন রাসুলও আছেন। যিনি আসমান থেকে নেমে এসে সমস্ত পৃথিবীকে দাজ্জালি ফিতনা থেকে মুক্ত করে জগৎকে আলোকিত করে তুলবেন এবং প্রতিষ্ঠা করবেন নবুওয়াতের আদলে খিলাফাব্যবস্থা।

অসংখ্য দরুদ ও সালাম সেই রাসুলে আরাবির প্রতি, যিনি আমাদেরকে শেষ জমানায় সংঘটিত যাবতীয় ফিতনা সম্পর্কে অবগত করেছেন, এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং সেসময়ের করণীয় বিষয়েও আমাদের সবিস্তরে জানিয়েছেন। যিনি আমাদের সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁর বংশ হতে মাহদির আবির্ভাবের, যার হাত ধরে মুক্তি পাবে মানুষ সকল জুলুম-অনাচার থেকে এবং ফিরে যাবে সবাই ন্যায়-ইনসাফে পূর্ণ নতুন এক বিশ্বের দিকে।

ফিতান

'ফিতান' শব্দটি 'ফিতনা' শব্দের বহুবচন। ফিতনা বলা হয়, যার দ্বারা মানুষের ভাল-মন্দের অবস্থার প্রকাশ ঘটে। তাই ফিতনার অর্থ হচ্ছে, পরীক্ষা, যাচাই-বাছাই। যেমন বলা হয়, فتنت الفضة والذهب অর্থাৎ আমি সোনা ও রূপা যাচাই করলাম। এ অর্থেই পরশ পাথরকে 'ফিতানা' বলা হয়। কেননা, পরশ পাথর দিয়ে সোনার বিশুদ্ধতা যাচাই করা হয়। মোটকথা, 'ফিতনা' শব্দটিতে যাচাইয়ের অর্থ পাওয়া যায়।

ফিতনার আরও কয়েকটি অর্থ রয়েছে। যথা : শিরক, পথভ্রষ্টতা, হত্যা, বাধা প্রদান, ভ্রান্তি, সিদ্ধান্ত, গুনাহ, অসুস্থতা, পরীক্ষা, ক্ষমা, নির্বাচন, শাস্তি, আগুনে দহন, মস্তিস্কে বিভ্রাট ইত্যাদি। ইবনুল আরাবি রহ. বলেন, ফিতনার মূল শাব্দিক অর্থ হলো, পরীক্ষা ও বিপদাপদ। তবে কুফরকেও ফিতনা বলা হয়; কারণ, বিপদাপদের সর্বশেষ গন্তব্য কুফরের দিকেই হয়।

ফিতনার প্রকারসমূহ

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

তোমরা এমন ফিতনা থেকে বেঁচে থাকো, যা বিশেষভাবে তোমাদের মধ্যে যারা জালিম, কেবল তাদের ওপরই আপতিত হবে না। (বরং সবাইকেই তা গ্রাস করে নেবে।) আর জেনে রেখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। (সুরা আল-আনফাল : ২৫)

এ আয়াতের আলোচনায় ইবনুল আরাবি রহ. ফিতনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এ সম্পর্কে তিনটি মত রয়েছে।

প্রথমটি হচ্ছে, ফিতনা অর্থ অপছন্দনীয় ঘৃণ্য বিষয়। সুতরাং মানুষকে এখানে তা করতে নিষেধ করা হচ্ছে। কারণ, এ ফিতনার কারণে আজাব শুধু তাকেই ধরবে না; বরং সবাইকেই তা গ্রাস করবে। যেমনটি ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সম্পদ ও সন্তানাদির ফিতনা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা জেনে রেখো, নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি হলো ফিতনা। যেমনটি বলেছেন, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.।

তৃতীয়টি হচ্ছে, ফিতনা অর্থ এমন সব বিপদাপদ, যা দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হয়। যেমনটি বলেছেন, হাসান বসরি রহ.।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করতে চাই, তা হচ্ছে অসৎ কাজের ব্যাপারে চুপ থাকার ফিতনা অথবা তার ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করা। উভয়টিই ভয়ংকর রোগ, যা পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা যেসব ঘৃণ্য কাজ করত, তা থেকে তারা একে অপরকে বাধা প্রদান করত না।'

আমাদেরকে ফিতনার বিষয়গুলো চিনিয়েছেন আমাদের প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হাদিসে ফিতনা ও কিয়ামতের বিভিন্ন আলামতের যেসব কথা বর্ণিত হয়েছে, তার কিছু তো অতিবাহিত হয়ে গেছে। যেমন : আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত, রোম-পারস্য বিজয়, আরবের গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি। আরও কিছু চলমান। যেমন : হারজ বা ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, জিনা-ব্যভিচারের প্রসার, আমানতের খিয়ানত, অযোগ্য

লোকদের নেতৃত্ব, অর্ধউলঙ্গ নারীদের চলাফেরা ইত্যাদি। আর কিছু ভবিষ্যতে ঘটবে। যেমন : ফুরাত নদীর পানি শুকিয়ে তাতে স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশ পাওয়া, মাহদির আত্মপ্রকাশ, দাজ্জালের আবির্ভাব, ইসা আ.-এর অবতরণ ইত্যাদি।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আমাদের সমাজে কিছু আলিম আছে, ফিতনা বিষয়ক কোনো গ্রন্থের কথা শুনলেই তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। তারা বলতে শুরু করে, এ কিতাবে তো অনেক দুর্বল হাদিস রয়েছে। তাই এসব হাদিস মানুষের মাঝে প্রচার-প্রসার করা যাবে না। এ ধরনের নানা কথা বলে তারা মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। বস্তুত এরা হয়তো অজ্ঞ নয়তো দুষ্ট। কেননা, একজন আলিম মাত্রই জানেন যে, ফিতনা বিষয়ক হাদিসগুলোর মাঝে সহিহ ও হাসানের তুলনায় দুর্বল হাদিসের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু ঠুনকো এ অজুহাতে আমাদের সালাফ এসব হাদিস সংকলন ও বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকেননি। তাছাড়াও দুর্বল হাদিস হলেই যে তা ফেলে দিতে হবে, এমন কথাও তো কোনো মুহাদ্দিস বলেননি। বরং দুর্বল হাদিস থেকেও অনেক প্রয়োজনীয় ও উপকারী বিষয় অর্জিত হয়। এসব হাদিসের বাস্তবায়ন পুরোপুরি নিশ্চিত না হলেও কমপক্ষে সতর্কতা তো অবলম্বন করা যায়। এমন নানামুখী উপকারের কথা বিবেচনা করেই যুগে যুগে উলামায়ে কিরাম ফিতনা বিষয়ক হাদিসগুলোর সনদের ব্যাপারে শিথিলতা দেখিয়েছেন এবং দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও এসব হাদিস প্রচারের ক্ষেত্রে তারা কোনোরূপ বাধা দেননি।

আজ অন্যদেরকে ফিতনার ব্যাপারে সতর্ক করা তো দূরে থাক, নিজেরাই ফিতনা সম্পর্কে জানার তেমন কোনো গরজ অনুভব করি না। উল্টো কেউ এসব করতে গেলে অজ্ঞতাবশত তাকেই আমরা ফিতনাবাজ বলে গালি দিয়ে থাকি। অথচ ফিতনা সম্পর্কে অজ্ঞতা এটাও যে একটি ফিতনা, সে বিষয়ে আমাদের কোনো খবরও নেই। এভাবেই আমরা আজ বুঝে বা না বুঝে আস্তে আস্তে বিভিন্ন ফিতনায় নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছি।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে ফিতনার ভয়াবহতা ও এর গুরুত্ব অনুধাবন করার তাওফিক দান করুন এবং সে অনুসারে প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফিতনার সকল উৎস থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার সুযোগ করে দিন।

মুফতি মাহদী খান
১০/০৩/২০২০

ফিতনার বিবরণ ও আলোচনা

عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَامًا حَدَّثَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.

[১] বুরাইদ বিন আবি মারইয়াম রহ.র সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে কিয়ামত পর্যন্ত কী কী ঘটবে তার বর্ণনা দিয়েছেন।[১]

নোট : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সময়ে সাহাবায়ে কিরাম রা.-কে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ফিতনা সম্পর্কে বা ভবিষ্যতে পৃথিবীতে কী কী ঘটবে তার বর্ণনা দিতেন। তাদেরকে আগত সমস্যা, যা তিনি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে জানতে পারতেন, তার আলোচনা করতেন। কিন্তু আজ সমাজে আমরা যারা সর্বসাধারণ আছি, তারা এ বিষয়টি থেকে বঞ্চিত। সমাজের উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে জনসম্মুখে বা ঘরোয়া কোথাও তেমন একটা আলোচনা করেন না বললেই চলে। আর যদি কেউ করেন তবে অন্যরা বিষয়টিকে এভাবে উড়িয়ে দেন যে, এসব বিষয় এখন আলোচনা করার সময় নয়; এগুলো আরও শত শত বছর পরে ঘটবে! কেউ কেউ বলেন, এ সম্পর্কীয় হাদিসগুলো সব দুর্বল; তাই এসব আলোচনা করে বা এ জাতীয় হাদিস বর্ণনা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কোনো অর্থ হয় না। আবার তারা এ বিষয়ে সহিহ হাদিসে কী আছে, সেটাও কিন্তু বলতে চান না। কারণ, তা বর্তমান সমাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিছু দ্বীনদার ছাড়া অধিকাংশ মানুষও আজ এসব বিষয়ে ততটা আগ্রহী নয়। উলামায়ে কিরাম, যারা নিজেদেরকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উত্তরসূরি হিসেবে ভাবেন, তাদের উচিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতো মিম্বারে দাঁড়িয়ে উম্মাহকে জানিয়ে দেওয়া যে, তাদের সামনে কী ভয়াবহ বিপর্যয় অপেক্ষা করছে। ওয়ারিসে নবি হিসেবে এ দায়িত্ব তো আলিম-উলামার ওপরেই বর্তায়। তাই হক্কানি আলিমদের এসব বিষয়ে সাধারণ উম্মাহকে সতর্ক করা একান্ত কর্তব্য।

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلا حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ.

---

[১] সহিহ। আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ১৯/২৭৫ (৬০৩)

[২] হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সময় থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত কী কী ঘটবে—সবই বর্ণনা করলেন। যে তা সংরক্ষণ করার সংরক্ষণ করল, আর যে ভুলে যাওয়ার সে ভুলে গেল।[২]

عَنِ أَبِي عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلا بَلاءٌ وَفِتْنَةٌ، فَأَعِدُّوا لِلْبَلاءِ صَبْرًا.

[৩] আবু আবদি রাব্বিহ রহ. বলেন, আমি মুআবিয়া রা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, দুনিয়ার মাঝে বিপদাপদ আর ফিতনা ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। সুতরাং তোমরা সে বিপদাপদের জন্য ধৈর্যের প্রস্তুতি গ্রহণ করো।[৩]

নোট : একটু লক্ষ করে দেখুন, বর্তমানে আমরা এমন এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি, যখন বিপদ একটি ছাড়ে তো আরেকটি আসে; অথচ এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় কী, তা আমাদের অধিকাংশেরই জানা নেই। আগের আলোচনাতে আমরা বলে এসেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে সাহাবায়ে কিরাম রা.কে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে কী হবে, তা বলে দিতেন এবং তখন মুমিনের করণীয় কী, সেটাও বাতলে দিতেন—আমরা আজ সে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। এমন বিপদে মুমিনের ধৈর্যের মানসিকতা রাখতে হবে এবং নিজেকে ধৈর্যের গুণে গুণান্বিত করতে হবে, এ ব্যাপারে আজ আমরা বেশিরভাগ মানুষই কিছু জানি না। বিপদে পড়ে আমরা মুখে কখন যে কী বলে ফেলি নিজেরাও বুঝে উঠতে পারি না। এতে অনেক সময় আমাদের ইমানই হুমকির মুখে পড়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তাঁর ইমানদার বান্দাদের ডেকে বলেন—'হে ইমানদারগণ, তোমরা (বিপদে) সালাত ও ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করো।' পৃথিবীতে আজ ফিতনার যে সয়লাব চলছে, যদি আল্লাহ তাআলার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ না থাকে, তাহলে ইমান রক্ষা করা অসম্ভব। তাই আমাদের সালাত ও সবরের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ইমান রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করতে হবে এবং খুঁজে খুঁজে দ্বীনের সঠিক বিষয়গুলো জেনে সে অনুসারে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ أَوْ قَالَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى زَوَى لِيَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا،

[২] সহিহুল বুখারি : ৬৬০৪; সহিহ মুসলিম : ২৮৯১

[৩] সহিহ। সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৩৫

وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَلا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَلا يُسَلِّطَ عَلَيْهَا عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لا يُرَدُّ، وَإِنِّي لا أُهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَلا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمُ مَنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا، أَوْ قَالَ : مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا، وَيَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وَقَعَ فِي أُمَّتِي السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

[৪] সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমার জন্য দুনিয়াকে সংকুচিত করে দিয়েছেন, যার কারণে আমি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত ও পশ্চিমপ্রান্তের সব দেখে নিয়েছি। আমার উম্মতের রাজত্ব সে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে, যতদূর দুনিয়াকে আমার সামনে সংকুচিত করে দেওয়া হয়েছিল। আর আমাকে দুটি ধনভান্ডার প্রদান করা হয়েছে—একটি লাল, আরেকটি সাদা। আমি আমার রবের কাছে আমার উম্মতের জন্য আবেদন করলাম, তিনি যেন তাদেরকে নিরঙ্কুশভাবে ধ্বংস করে না দেন এবং তাদের ওপর নিজেরা ব্যতীত অন্য কোনো শত্রুকে চাপিয়ে না দেন। যারা তাদের মর্যাদাবানের মর্যাদাহানীকে বৈধ মনে করবে। আমার রব আমাকে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ, আমি যখন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তখন তা আর পরিবর্তিত হওয়ার নয়। আর তা হচ্ছে, আমি তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস করব না এবং তাদের ওপর নিজেদের ব্যতীত ভিন্ন কোনো শত্রুও চাপিয়ে দেবো না, যারা তাদের সম্মানিতদের সম্মানহানীকে বৈধ মনে করবে; যদিও ভূখণ্ডের সবাই (সকল কাফির) একত্রও হয়, যতক্ষণ না তারা (মুসলমানেরা) নিজেরা নিজেদের বন্দী করে এবং তাদেরই একজন অপরজনকে হত্যা করতে শুরু করে।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি আমার উম্মতের জন্য পথভ্রষ্ট নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করছি। আমার উম্মতের মাঝে যদি একবার তলোয়ার উত্তোলন হয়ে যায়, তবে কিয়ামত পর্যন্ত আর তা অবনমিত হবে না।[৪]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي بَنِي مُعَاوِيَةَ وَهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الأَنْصَارِ، فَقَالَ لِي : هَلْ تَدْرِي أَيْنَ صَلَّى

[৪] সহিহু মুসলিম : ২৮৮৯; সুনানুত তিরমিজি : ২১৭৬

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِكُمْ هَذَا؟ قُلْتُ : نَعَمْ، فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْهُ، فَقَالَ : هَلْ تَدْرِي مَا الثَّلاثُ الَّتِي دَعَا بِهِنَّ فِيهِ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ، فَقَالَ : أَخْبِرْنِي بِهِنَّ، فَقُلْتُ : دَعَا بِأَنْ لا يَظْهَرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلا يُهْلِكَهُمْ بِالسِّنِينَ فَأُعْطِيَهُمَا، وَدَعَا أَلا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، فَمُنِعَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : صَدَقْتَ، فَلَنْ يَزَالَ الْهَرْجُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

[৫] আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন জাবির বিন আতিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. আনসারদের একটি গ্রাম বনি মুআবিয়াতে আমাদের কাছে আগমন করলেন। তিনি এসে আমাকে বললেন, তুমি কি বলতে পারো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের এ মসজিদের কোথায় সালাত আদায় করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি তাকে এক দিকে ইঙ্গিত করে দেখালাম। তিনি বললেন, তুমি কি বলতে পারো, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে কোন তিনটি বিষয়ের দুআ করেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, জানি। তিনি আমাকে বললেন, আমাকে বিষয়গুলো জানাও। আমি তাকে বললাম, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করেছেন, 'তাদের ওপর তিনি যেন তাদের নিজেদের ব্যতীত অন্য কোনো শত্রুকে চাপিয়ে না দেন এবং তাদেরকে যেন দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস করে না দেন।' এ দুটি বিষয়ই তাঁকে দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ তাঁর দুআ কবুল করা হয়েছে।) আর তিনি আরেকটি বিষয়ে দুআ করেছেন যে, তাদের নিজেদের মাঝে যেন সংঘাতে না জড়ায়, কিন্তু এটা তাঁকে দেওয়া হয়নি (অর্থাৎ তাঁর এ দুআটি কবুল করা হয়নি)। আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. বললেন, তুমি সত্য বলেছ। সুতরাং (নিজেদের মাঝে) মারামারি ও সংঘাত কিয়ামত পর্যন্ত থেকেই যাবে।[৫]

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى زَوَى لِيَ الأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زَوَى لِي مِنْهَا، وَإِنِّي أُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَلا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَلا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَيُهْلِكَهُمْ بِعَامَّةٍ، وَلا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا، وَلا يُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لا يُرَدُّ، إِنِّي أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَلا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَلا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَاهُمْ

[৫] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ২৩৭৪৯

فَيُهْلِكَهُمْ بِعَامَّةٍ، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَبَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا، وَبَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا، قَالَ : وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنِّي لأَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ عَلَى أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

[৬] শাদ্দাদ বিন আওস রা. থেকে মারফু সনদে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমার জন্য দুনিয়াকে সংকুচিত করে দিয়েছেন, যার কারণে আমি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত ও পশ্চিমপ্রান্তের সব দেখে নিয়েছি। আমার উম্মতের রাজত্ব সে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে, যতদূর দুনিয়াকে আমার সামনে সংকুচিত করে দেওয়া হয়েছিল। আর আমাকে দুটি ধনভান্ডার দান করা হয়েছে—একটি লাল, অন্যটি সাদা। আমি আমার রবের কাছে আমার উম্মতের জন্য আবেদন করলাম, তিনি যেন তাদেরকে ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস না করেন, তাদের ওপর তিনি যেন এমন শত্রুকে চাপিয়ে না দেন, যারা তাদেরকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করবে, তাদেরকে তিনি যেন দলে দলে বিভক্ত করে না দেন এবং তাদের (মুসলমানদের) একাংশ যেন অপর অংশকে মারামারি ও যুদ্ধের স্বাদ আস্বাদন না করায়। আমার রব আমাকে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ, আমি যখন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তখন তা আর পরিবর্তিত হওয়ার নয়। আমি তোমার উম্মতের জন্য এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, তাদেরকে আমি ব্যাপক দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস করব না এবং তাদের ওপর ভিন্ন শত্রুও চাপিয়ে দেবো না, যারা তাদেরকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করে দেবে; যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের ধ্বংস করবে, একজন অপরজনকে হত্যা করবে এবং একজন অপরজনকে বন্দী বানাবে।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি আমার উম্মতের জন্য পথভ্রষ্ট নেতৃবর্গের ব্যাপারে আশঙ্কা করছি। আমার উম্মতের মাঝে যদি একবার তলোয়ার উত্তোলন হয়ে যায়, তবে কিয়ামত পর্যন্ত তা আর অবনমিত হবে না।[৬]

عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ، حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ : سَأَلْتُ رَبِّي ثَلاثًا، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ، وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُ رَبِّي أَلا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُ رَبِّي ألا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَلا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا.

[৬] সহিহ। মুসনাদু আহমাদ : ২২৩৯৫

[৭] আমির বিন সাদ রহ. তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন মদিনার উঁচু ভূমির দিক থেকে আগমন করলেন। যখন তিনি বনি মুআবিয়ার একটি মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন সেখানে প্রবেশ করে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। এরপর তিনি তাঁর রবের কাছে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দুআ করলেন। এরপর ফিরে বললেন, আমি আমার রবের নিকট তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি। আমাকে দুটি দান করেছেন এবং তৃতীয়টি দান করেননি। আমি আমার রবের কাছে দুআ করলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস না করেন। আমাকে তিনি তা দান করেছেন। এরপর আমি আমার রবের কাছে দুআ করলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে প্লাবন দ্বারা ধ্বংস না করেন। আমাকে তিনি তা দান করেছেন। এরপর আমি আবার তাঁর কাছে দুআ করলাম, তারা পরস্পরে যেন সংঘাতে জড়িয়ে না পড়ে। কিন্তু আমাকে তিনি এটা দান করেননি (অর্থাৎ আমার এ দুআটি কবুল করেননি)।[৭]

ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ : كَانَ خَبَّابُ بْنُ الأَرَتِّ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ وَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا يُحَدِّثُ، أَنَّهُ رَاقَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاةٍ صَلاهَا ﷺحَتَّى كَانَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ صَلَّيْتَ اللَّيْلَةَ صَلاةً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ نَحْوَهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَجَلْ إِنَّهَا صَلاةُ رَغَبٍ وَرَهَبٍ، سَأَلْتُ رَبِّي فِيهَا ثَلاثَ خِصَالٍ، فَأَعْطَانِي مِنْهُنَّ ثِنْتَيْنِ، وَمَنَعَنِي الثَّالِثَةَ، سَأَلْتُهُ أَنْ لا يُهْلِكَنَا بِمَا يُهْلِكُ الأُمَمَ قَبْلَنَا، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَلا يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُوًّا، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَلا يُلْقِي بَيْنَنَا سَيْفًا، فَمَنَعَنِيهَا.

[৮] ইবনে শিহাব জুহরি রহ. বলেন, খাব্বাব বিন আরত রা. ছিলেন বনি জুহরার একজন কৃতদাস—যিনি বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত পড়ছিলেন, আর তিনি তা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এভাবে ফজরের সময় ঘনিয়ে এল। যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম ফেরালেন, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমার বাবা-মা আপনার জন্য কুরবান হোক! আজ আপনি এমন সালাত আদায় করলেন, যেমনটি আমি ইতিপূর্বে কখনো করতে দেখিনি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, এটা ছিল ভয় ও প্রত্যাশা-মিশ্রিত এক সালাত। আমি এতে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি, যা

[৭] সহিহু মুসলিম : ২৮৯০